Political Science (Generic Elective – 2nd Semester)

GE-2: Governance : Issues and Challenges .

Topic no. 1. Government and Governance : concepts.

Role of the State in the Era of Globalization

By- Shyamashree Roy, Assistant Professor of Political Science

বিশ্বায়নের বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং স্থানান্তরিত ধারণার কারণে বিশ্বায়নে জাতিরাষ্ট্রের ভূমিকা একটি জটিল বিষয়। যদিও এটি বিভিন্ন উপায়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, বিশ্বায়ন সাধারণত রাষ্ট্র-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সীমানাগুলির বিবর্ণ বা সম্পূর্ণ অন্তর্ধান হিসাবে স্বীকৃত। কিছু পণ্ডিত এই তাত্ত্বিক ধারণা দিয়েছেন যে দেশ-রাষ্ট্রগুলি, যা শারীরিক এবং অর্থনৈতিক সীমানায় অন্তর্নিহিতভাবে বিভক্ত, একটি বিশ্বায়িত বিশ্বে কম প্রাসঙ্গিক হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং যোগাযোগ সম্পর্কিত ক্রমবর্ধমান হ্রাস বাধাগুলি কখনও কখনও দেশ-রাজ্যগুলির জন্য একটি সম্ভাব্য হুমকি হিসাবে দেখা গেলেও এই প্রবণতাগুলি ইতিহাস জুড়ে রয়েছে। অন্যান্য মহাদেশে একই দিনের ভ্রমণ সম্ভব এবং দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে বিমান এবং সমুদ্র পরিবহন পৃথক দেশগুলির সার্বভৌমত্বকে বাতিল করেনি। পরিবর্তে, বিশ্বায়ন হ'ল এমন একটি শক্তি যা দেশ-রাষ্ট্রসমূহ একে অপরের সাথে আচরণের, বিশেষত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন অনুরাগী পাশ্চাত্যকরণ বিশ্বায়নের একটি সাধারণভাবে স্বীকৃত প্রভাব হ'ল এটি পশ্চিমীকরণের পক্ষে, যার অর্থ আমেরিকা এবং ইউরোপের সাথে আচরণের সময় অন্যান্য দেশ-রাষ্ট্রগুলির একটি অসুবিধে হয়। এটি কৃষি শিল্পে বিশেষভাবে সত্য, যেখানে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি পশ্চিমা সংস্থাগুলির কাছ থেকে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি। আর একটি সম্ভাব্য প্রভাব হ'ল বহু দেশীয় কর্পোরেশন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার অন্যান্য সংস্থাগুলি যে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলি উপস্থিত রয়েছে তার আলোকে জাতিরাষ্ট্রগুলি তাদের অর্থনৈতিক নীতিগুলি পরীক্ষা করতে বাধ্য হয়। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি, বিশেষত, দেশ-রাজ্যগুলিকে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের অনন্য ইস্যু মোকাবিলা করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানায়, তারা তাদের অর্থনীতিতে কতটা আন্তর্জাতিক প্রভাব ফেলতে পারে তা নির্ধারণ করতে জাতিরাষ্ট্রকে বাধ্য করে। বিশ্বায়নের ফলে দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার ধারণা তৈরি হয়, যা বিভিন্ন অর্থনৈতিক শক্তির দেশগুলির মধ্যে শক্তির ভারসাম্যহীনতা তৈরি করতে পারে। বৈশ্বিক বিশ্বে জাতি-রাষ্ট্রের ভূমিকা বৈশ্বিক আন্তঃনির্ভরতার প্রধান কারণ হিসাবে একটি নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। যদিও দেশ-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ভূমিকা অনেকাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে, যে রাজ্যগুলি আগে বিচ্ছিন্ন ছিল এখন তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতি নির্ধারণের জন্য একে অপরের সাথে জড়িত হতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার মাধ্যমে, এই মিথস্ক্রিয়াগুলি কিছু রাজ্যের জন্য কমে যাওয়া ভূমিকা এবং অন্যের জন্য উচ্চতর ভূমিকা নিতে পারে।

রাষ্ট্রের কার্যাদিতে বিশ্বায়নের প্রভাব। বিশ্বায়ন রাষ্ট্রের কার্যক্রমে একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন আনয়ন করে আসছে। পণ্যের মালিকানা ও উত্পাদনে এর ভূমিকা হ্রাস পাচ্ছে। যাইহোক, এর অর্থ কোনওভাবেই ল্যাসেস ফায়ার (অর্থাত্ মুক্ত বাজারের কার্যক্রমে সরকারকে হস্তক্ষেপ করা থেকে সরকার কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়া) এর প্রত্যাবর্তন নয়। বিশ্বায়নের যুগে, রাজ্যের কার্যাবলী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান সংস্থান বিনিয়োগের সাথে সাথে বেসরকারীকরণকে উত্সাহ দেওয়া হয়েছিল। বেসরকারী খাতের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য সরকারী ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছিল এবং পুরো উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা হিসাবে, মুক্ত বাণিজ্য, বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের অনুশীলন করা হয়েছিল। শিল্পগুলির রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রত্যাখ্যান হয়ে আসে। রাষ্ট্রের ভূমিকাটি সুবিধার্থী এবং সমন্বয়কের ভূমিকা হিসাবে উঠতে শুরু করে। অনুশীলন এখনও অব্যাহত। বিশ্বায়নের আওতায় রাজ্য একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে অব্যাহত রয়েছে। তবে এর অর্থনৈতিক কার্যক্রম দুটি প্রধান ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হচ্ছে:

(i) অর্থনীতি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপগুলি। এটি এখন একটি সুবিধা প্রদানকারী এবং সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করে এবং মালিক এবং নিয়ন্ত্রক হিসাবে অভিনয় থেকে বিরত থাকে। এটি বাজারের একটি সুচারু ও সুশৃঙ্খল কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে কাজ করে। এটি ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক নীতিগুলির মাধ্যমে বাজারে স্থিতিশীলতা রক্ষার চেষ্টা করে।

(ii) জনগণকে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সুরক্ষা হিসাবে প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে ক্রিয়াকলাপ।

এই রাজ্যটি একটি সুরক্ষার সমস্ত কার্যকারিতা পাশাপাশি বেশ কয়েকটি আর্থ-সামাজিক বিকাশ কার্য সম্পাদন করে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে অব্যাহত রয়েছে। এটি অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক এবং সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করে চলেছে। এটি সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানুষের কল্যাণে অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। । এটি অবশ্য পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। বেসরকারী খাত এখন প্রতিটি রাজ্যে ব্যবসা এবং শিল্পের প্রধান মালিক হিসাবে কাজ শুরু করেছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে, রাজ্যের কার্যক্রমে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে:

1.**রাষ্ট্রের হ্রাস অর্থনৈতিক কার্যক্রম:** উদারীকরণ প্রক্রিয়া- বেসরকারীকরণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা সীমাবদ্ধতার উত্স হিসাবে কাজ করেছে। সরকারী খাত বেসরকারীকরণ হচ্ছে।

2. **আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস:** অবাধ বাণিজ্য, বাজার প্রতিযোগিতা, বহুজাতিক কর্পোরেশন এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নাফটা, এপেক, আসিয়ান এবং অন্যদের মতো বাণিজ্য সংগঠনের উত্থান আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকার সুযোগকে সীমিত করেছে।

3. **রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের সীমাবদ্ধতা: ক্রমবর্ধমান**

আন্তর্জাতিক আন্তঃনির্ভরতা প্রতিটি রাষ্ট্রকে তার বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। প্রতিটি রাষ্ট্র এখন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ডাব্লুটিও (World Trade Organization), বিশ্বব্যাংক (World Bank) এবং আইএমএফের (International Monetary Fund) নিয়মকে গ্রহণ করা অপরিহার্য বলে মনে করে।

4. **তাদের সম্মানজনক রাষ্ট্রগুলির প্রতি জনগণের বিরোধিতা বাড়ানো:** বিশ্বায়ন বিশ্ব-জনগণের মধ্যে জনগণের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং সহযোগিতাকে উত্সাহিত করেছে এবং প্রসারিত করেছে ... তথ্য-প্রযুক্তি বিপ্লব এবং পরিবহন ও যোগাযোগের দ্রুত মাধ্যমের বিকাশ একসাথে বিশ্বকে একটি বিশ্ব গ্লোবাল কমিউনিটি করে তুলেছে। প্রতিটি রাজ্যের লোকেরা এখন বিশ্ব সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে অন্যান্য রাজ্যের লোকদের সাথে আচরণ করে। তাদের নিজ নিজ রাজ্যের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রয়েছে, তবে এখন জনগণ সেই সমস্ত রাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধিতা করতে দ্বিধা করে না যেগুলি বিশ্বায়নের দাবিতে মেনে চলেনি।

5. **রাজ্যের সামরিক শক্তির গুরুত্ব হ্রাস:** রাষ্ট্রটি তার জাতীয় শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হিসাবে সামরিক শক্তি বজায় রেখে চলেছে। যাইহোক, আন্তর্জাতিক শান্তি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য আন্দোলনের মাধ্যমে যে শক্তি অর্জন করা হচ্ছে তা জীবনযাত্রার ফলে রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির গুরুত্ব হ্রাস করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

6. **আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও চুক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান ভূমিকা:** বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং চুক্তিগুলি সমস্ত রাজ্যের উপর কিছু সীমাবদ্ধতা রেখেছে। সব রাজ্যই এখন এই জাতীয় সম্মেলনগুলির দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম এবং মান অনুসরণ করা অপরিহার্য বলে মনে করছে। সন্ত্রাসবাদের হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করার এবং পারমাণবিক বিস্তার ও সেইসাথে পরিবেশ ও মানবাধিকার রক্ষার যৌথ দায়বদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা সমস্ত রাজ্যকে এই উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত এই জাতীয় বিধিবিধান মেনে নিতে বাধ্য করেছে। সুতরাং, বিশ্বায়ন এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি বিষয় একসাথে সমসাময়িক সময়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার জন্য দায়ী হয়েছে।